চি • বা

স্বপ্নরাজ্যে একদিন

টোকিও ডিজনিল্যান্ডে এলে মনে হয় এ এক স্বপ্নপুরী, যাদুর দেশ। অথচ কষ্ট হয় যখন ভাবি আমাদের দেশের শিশুরা কতটা বিনোদন বঞ্চিত... লিখেছেন জাপান থেকে এম. আব্দুস সালাম

জাপানের সেরা বিনোদন কেন্দ্রগুলোর অন্যতম টোকিও ডিজনিল্যান্ড। প্রতিদিন এর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে গড়ে প্রায় ৭০ হাজার থেকে একলাখ পর্যটক এখানকার সৌন্দর্য সুধা উপভোগ করেন। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য তা উন্মুক্ত থাকে। প্রবেশদ্বারেই রয়েছে ডিজনিল্যান্ডের স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিজনি ও তার জনপ্রিয় সৃষ্টি মিকি মাউসের ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি। এর সামান্য দূরে দেখা যায় রোদে ঝলমল করা সিনডেরেলা ক্যাসেল। টোকিও ডিজনিল্যান্ডের বিশাল পার্কটি Critter country, Westernland, Adventureland, Fantasyland, Tomorrowland, Toontown, Worldbazar—এ সাতটি ভাগে বিভক্ত। World bazar পর্যটকদের কেনাকাটার জন্য। বাকি ছয়টি বিভাগেরও রয়েছে আলাদা আলাদা অনেকগুলো বিনোদন পর্ব। সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্বগুলো হলো Space mountain, Splash mountain, Big thunder mountain, Star jets, peter pan`s Flights, Mickeys house and meet mickey, Star tours. স্প্লেশ মাউন্টেনে বুটে চড়ে বিভিন্ন রকমের কৃত্রিম জীবজন্তু, মানুষের উৎসব, আনন্দ উপভোগ করে ধীরে ধীরে পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে অনেক ওপর থেকে খাড়া হঠাৎ কয়েক সেকেন্ডে নিচে পড়ে গিয়ে প্রথমে সবাই নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নেয় বেঁচে আছে কি না।

এছাড়া ডিজনিল্যান্ডের সবচেয়ে ভয়ানক ও উপভোগ্য পর্ব হলো Tomorrowland-এর প্রতিটি পর্ব। যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে হাজার হাজার মাইল গতির জেড কোস্টার। আঁক-বাঁকা পথে অন্ধকার মহাশূন্যে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে বিকট শব্দে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে আবার ওপরে উঠে অ্যাডভেঞ্চার করে যখন পৃথিবীতে ফিরে আসি তখনই শুধু মনে হয়, আমরা এতোক্ষণ গেম উপভোগ করলাম।

সিনডেরেলা ক্যাসেলের সামনে লেখক

অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন যান ব্যবহারের কারণে এসব পর্বে হৃদরোগী-অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য বিধি-নিষেধ রয়েছে। আরো রয়েছে মহাকাশযানে চড়ে অন্যান্য শত্রুদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ। আরেক বিভাগে দেখা যাবে ১৫০০ সাল থেকে জাপানের ইতিহাস। যা আধুনিক প্রজন্মকে নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট করে। অডিটোরিয়ামে সেলুলয়েড ও লাইভ অ্যানিমেশনের মাধ্যমে জাপানি শিশুদের দেশের জন্য আত্মনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়।

সূর্যাস্তের পর শুরু হয় টোকিও ডিজনিল্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল প্যারেড— যা বিভিন্ন প্রকার সুদৃশ্য আলোকসজ্জায় সজ্জিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে উপভোগ করলে প্রায় ৩০ মিনিট সময় লাগে। আমেরিকা-ইউরোপ-এশিয়ার শতাধিক মডেল, বিভিন্ন রংয়ের পোশাকের কার্টুন, হাতি, ঘোড়াবহর, স্কেটিং ড্যান্স— সত্যিই নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পর্যটকদের এতো ভিড়েও শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার বিন্দুমাত্র অভাব নেই। এতো আনন্দ উপভোগের পর ফেরার পথে মনটা বিষণ্ন হয়ে গেলো দেশের বিনোদন বঞ্চিত শিশুদের কথা মনে করে। আমরা কি পারি না আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য এর তুলনায় সামান্যতম বিনোদনেরও ব্যবস্থা করতে?

ডা • র্ম • স্টা • ড

আইটি ওয়ার্ল্ড

বৃদ্ধরাও এখন কম্পিউটারের প্রতি ঝুঁকছে...

আধুনিক সভ্যতার এক বিস্ময়কর উত্থান কম্পিউটার। এই কম্পিউটার এখন মানবজীবনে জড়িয়ে যাচ্ছে প্রিয় সাথীর মতো। অফিস-আদালত হতে শুরু করে মুদি দোকান পর্যন্ত। বাচ্চা, কিশোর, যুবকদের সঙ্গে বৃদ্ধরাও কম্পিউটারে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। এখন তাদেরও চাই এ যন্ত্রটি আয়ত্তে আনা। যদি বলা হয়, তোমাদের দরকার কি বাপু এই ৬৫/৭০ বয়সে। ওমনি উত্তর মিলবে কেন চাট্ করবো, অথবা হেঃ হেঃ। এই বৃদ্ধ বয়সে কম্পিউটার শেখার এ সুযোগ করে দেয় ডামস্ট্রাড সমাজকল্যাণ সংস্থা। ৩৪ জন বৃদ্ধের জন্য ছিলাম ২৮ জন আইটি ছাত্র। কম্পিউটার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান এবং ইন্টারনেট এই ছিল আমাদের কোর্স। মাঝে মাঝে বৃদ্ধদের ওপর মেজাজ খারাপ হলেও খারাপ লাগে না। মজার সব প্রশ্ন— এ মাউসে হাত দিলে কি শট করবে? না বাপু, আমার ভয় করে...

জার্মান সরকার কম্পিউটারের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ২০০৬ সালে সব ছাত্র-ছাত্রীরা যেন ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারে সে ব্যবস্থা করবে। এটি একটি চমৎকার উদ্যোগে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, জার্মানেও আইটি বেকার আছে। তারপরও প্রতিবছর কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয়ে আসছে নতুন নতুন আইটি মুখ।

মামুন, Darmstadt, Germay

টো • কি • ও

চিকিৎসা ব্যবস্থা

উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে জাপানে। সেই সঙ্গে রয়েছে জনসাধারণের জন্য সরকারি সহায়তা...

উন্নত বিশ্বের দেশগুলো জীবনের নিশ্চয়তার জন্য প্রায় প্রতিটি বিষয়ের ওপর বীমার ব্যবস্থা কর থাকে। যাতে সরকার এবং জনগণ উভয়েই লাভবান হয়ে থাকে। জাপানে জীবন ব্যবস্থা খুবই ব্যয়বহুল। তাই এখানকার চিকিৎসাও ব্যয়বহুল। প্রতিটি জনগণই 'হোকেন' বা স্বাস্থ্য বীমা ব্যবহার করে থাকে। তাদের এই বীমার টাকা প্রতি মাসের বেতন থেকে নির্দিষ্ট হারে কাটা হয়। যার স্বাস্থ্য বীমা আছে তাকে চিকিৎসা বিলের ৩% দিতে হয়। আর যার হোকেন নেই তাকে ১৫০% পরিশোধ করতে হয়। যখন কোনো মা গর্ভবতী হন তখন হাসপাতাল থেকে ডাক্তার গর্ভবতীকে মিউনিসিপ্যালিটি অফিস থেকে 'বোসতোচা' নামক একটি নোট বই আনতে বলে। এই বইটিতে গর্ভকালীন সময়ে মা ও শিশুর চেকআপের বিভিন্ন রেকর্ড লেখা হয়। এখানে প্রায় সবগুলো পরিবারই একক পরিবার যার জন্য দাদী, নানীর অভাব অনেক বেশি। একজন নবজাতকের আগমনের দায়-দায়িত্ব সব তার মা এবং বাবা দু'জনকে মিলেই করতে হয়। এর জন্য সরকারিভাবে হোকেন জো নামক প্রতিষ্ঠান আছে। যেখানে গর্ভবতী মায়েদের সম্বন্ধে উপদেশ এবং শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে শেখানো হয়। এছাড়া হাসপাতালের সিস্টারাও গর্ভবতী মায়েদের আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকে। হাসপাতালের ডাক্তার এবং সিস্টারদের ব্যবহার খুবই অমায়িক এবং কর্তব্যপরায়ণ। ফলে তাদের ওপর রোগীরা আস্থা রাখতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে গর্ভবতী মাকে হাসপাতালে এককালীন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মতো জমা দিতে হয়। পরে অবশ্য চিকিৎসার খরচ রেখে বাকি টাকা ফেরত দেয়া হয় এবং সঙ্গে নবজাতককে অভিনন্দন জানিয়ে সরকারের তরফ থেকে কিছু টাকা উপহার হিসেবে দিয়ে থাকে।

হাস্যোজ্জ্বল মা ও শিশু

নবজাতককে বার্থ সার্টিফিকেট হাসপাতাল থেকে দেয়া হয় না। মিউনিসিপ্যালিটি অফিস থেকে দিয়ে থাকে। নব-জাতকের নাম, হাত এবং পায়ের ছাপ মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে জমা দিতে হয়। এর পরে বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। অর্থাৎ তার আগমনের বার্তা সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি হয়ে যায়। এরপর থেকে এই শিশু সরকারি তরফ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে ৫ হাজার ইয়েন গ্রহণ করে থাকে এবং বিনা খরচে চিকিৎসা করার সুযোগ লাভ করে থাকে। জাপান ব্যয়-বহুল দেশ বলে অনেক সময় রোগীর চিকিৎসার বিল এত বেশি হয় যে, রোগীর চিকিৎসার অর্থ পরিশোধে সামর্থ্য থাকে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য হাসপাতালে আলাদা একটি বিভাগ আছে যার মাধ্যমে রোগী তার টাকা কিস্তির মাধ্যমে পরিশাধ করতে পারে। জাপান সরকার এভাবে তার জনগণকে আগলে রাখার চেষ্টা করে।

আর. নীলিমা, টোকিও, জাপান

সু • ই • ডে • ন

দূতাবাস ও একুশ উদ্‌যাপন

একুশ উদ্‌যাপন ও দলীয়করনের আওতামুক্ত নয়। অনাড়ম্বরভাবেই পালিত হলো দিবসটি

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সুবাদে ২১শে ফেব্রুয়ারি নামের জায়গায় এখন স্থান করে নিয়েছে মাতৃভাষা দিবস। এই মহান মাতৃভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি তাৎপর্যময় ঘটনা হলেও সুবর্ণ জয়ন্তীর এই বিশেষ দিনটিকে আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপনে সরকার দেশেও যেমন দেখিয়েছে অনীহা, তেমনি বিদেশেও। সুইডেনের বাংলাদেশ দূতাবাস এই দিবসটি স্টকহোমে সরকারদলীয় মুষ্টিমেয় লোকজনকে নিয়ে 'প্রাসাদ উৎসব' পালনের মধ্য দিয়ে যে ন্যক্কারজনক কান্ডটি করেছে, তেমনিভাবেই স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি বিদেশী রাষ্ট্রগুলোকে উদযাপনে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করতেও ব্যর্থ হয়েছে।

সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষে দূতাবাস গ্রহণ করেনি বিশেষ কোনো কর্মসূচি। এই দিন বিকেলে দূতাবাসে আয়োজন করা হয় একটি আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শুধু বিএনপি'র দলীয় লোকজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বরাবরের মতো লিখিত আমন্ত্রণপত্র বিএনপি ব্যতীত অন্য কোনো দল, সংগঠন বা সাধারণ প্রবাসী ব্যক্তির কাছে এবার পাঠানো হয়নি।

এবার স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সংগঠনকে আমন্ত্রণ না জানানোর বিষয়ে দূতাবাসের বক্তব্য হলো—আমন্ত্রণপত্র প্রেরণের 'বিপুল' ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াটি বন্ধ করা হয়েছে এবং পরিবর্তে সবাইকে টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বর্তমান রাষ্ট্রদূত হলেন আল হারুন। পূর্বতন সরকারের মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রদূত মঞ্জুরুল আলম বর্তমান জোট সরকারের কোপানলে পড়ে বিদায় নিলেও তৎকালীন আওয়ামী লীগের খেদমতগার এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আপোসহীন সৈনিক দূতাবাসের প্রথম সচিব মোহাম্মদ সাদিক যিনি প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ আজাদের দেশী এবং আত্মীয় হবার সুবাদে শুরু থেকেই প্রটোকলের নিয়ম-নীতি লংঘন করে প্রতিটি আমন্ত্রণপত্রে নিজেকে দূতাবাস প্রধান হিসেবে জাহির করে আসছিলেন, তিনি লবিং-এর জোরে এখনও রয়েছেন বহাল তবিয়তে। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে তিনি নিজেকে বঙ্গবন্ধুর খাঁটি সৈনিক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের কট্টর সমর্থক হিসেবে জাহির করলেও সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বনে গেছেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ তথা মরহুম জিয়ার আদর্শের একজন আত্মনিবেদিত সৈনিক। আগের আমলে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবাসী বাঙালিদের নানানভাবে হয়রানি, ৩৪টি পাসপোর্ট আটকে রাখা, এক প্রবাসীর মায়ের মৃত্যুতেও দেশে যাওয়ার প্রয়োজনে তাকে পাসপোর্ট না দেয়া ও নানান অবাঞ্ছিত কলহ সৃষ্টির এই নায়ক সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই জিয়ার সৈনিকদের প্রতি বন্ধুর হাত প্রসারিত করেই সসম্মানে সংশ্লিষ্টদেরকে আনক্লিন বলে অভিযুক্ত পাসপোর্টগুলো দিয়েছেন।

এদিকে মাতৃভাষা দিবসের ৫০ বছর পূর্তির এই বিশেষ ঘটনাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদযাপনের লক্ষ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি স্টকহোমের Tensta Traff হলে প্রবাসীদের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেনে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাননীয় রাষ্ট্রদূত আল হারুন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সুইডেনের Intregration Verket-এর জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ আন্দ্রিয়াস কার্লগ্রেন।

Delwar Hossain
Box 2029, 191 02 Sollentuna
Sweden

ম • ক্কা

মরুভূমির জীবন

এখনো প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত সৌদিতে। মরুভূমিতে দুর্বিষহ জীবন কাটে...

সৌদি আরবে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকায় বিভিন্ন পেশার প্রচুর বাংলাদেশীর সঙ্গে মেশার সুযোগ আমার হয়। সৌদিতে একটা সময় ছিল যখন প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে বিদেশীদের ছাড়া কল্পনাও করা যেতো না। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর তাদের প্রাচুর্যে কিছুটা ভাটা পড়েছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া শিক্ষার হার কিছুটা উন্নত হচ্ছে দিনে দিনে। তাই আগে যেসব কাজ সৌদিরা করতো না, সেসব কাজই এখন বিদেশীদের বিতাড়িত করে নিজেরা করছে। সবজি, ফলমূল মার্কেটে যেখানে বিদেশীদের একচ্ছত্র দাপট ছিল, সেসব এখন সৌদিদের দখলে। গ্রোসারি দোকানগুলো থেকে বিদেশীরা বিতাড়িত হচ্ছে। এখন তাই মূলত টেকনিক্যাল কাজে এবং নিচুমানের কাজে অর্থাৎ লেবার, ক্লিনার, কৃষি কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদেশীরা আছে। টেকনোক্রেটদের মধ্যে মূলত আরবি ভাষী মিশরী সুদানী এদের আধিক্য। এশিয়ানদের মধ্যে ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। আমার জানা মতে, প্রতি ছ' মাস অন্তর ইন্ডিয়া থেকে ডাক্তার-নার্স নিয়োগ করা হচ্ছে। অথচ গত এক দশকে '৯১ সালে একবার, '৯৭ সালে একবার সীমিত সংখ্যক এবং সবশেষে ২০০০ সালে বাংলাদেশ থেকে ডাক্তার-নার্স নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ এদেশে যেখানেই বাংলাদেশী ডাক্তার-নার্স কাজ করেছে সেখানেই তারা প্রশংসাধন্য হয়েছে। আরও অনেক বেশি ডাক্তার-নার্স এদেশে নিয়োগ পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু আমাদের নিয়োগ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, ডাক্তার এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের কিছু ভুলের কারণে তা হচ্ছে না। ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগও খুবই সীমিত। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে বাংলাদেশী প্রবাসীদের প্রায় সবাই এদেশে মূলত ক্লিনার, লেবার, রাখাল ইত্যাদি কাজে কর্মরত। এদের অধিকাংশের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এদের সঙ্গে প্রথম প্রতারণা করে আমাদের দেশের একশ্রেণীর অর্থলোভী আদম ব্যাপারী। এদেশে আসার প্রয়োজনীয় অর্থ বাড়তে বাড়তে এখন তা প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। আদম বেপারীরা অবিরত তাদের মিথ্যা স্বপ্ন দেখায়। বেতনের অঙ্ক অনেক বাড়িয়ে বলে, বোঝায় এইতো ৬ মাসে/৯ মাসে সমস্ত টাকা শোধ হয়ে যাবে। তারপর আর কোনো অর্থকষ্ট থাকবে না। কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে, কাজের সময়সূচি সম্বন্ধেও মিথ্যা ধারণা দেয়। ওদের কারসাজিতে কেউ বা হয় কার্পেন্টার, ড্রাইভার, ফোরম্যান, সুপারভাইজার ইত্যাদি। আমাদের নিরীহ লোকগুলো বুঝতেও পারে না এসব কাজে অভিজ্ঞতা লাগে, কর্মদক্ষতা লাগে। ওদের বলা হয় শিখে যাবে দু'দিনেই। অধিকাংশ বাংলাদেশীই এখানে আসে ব্যক্তি ভিসা বা ফ্রি ভিসার মাধ্যমে। এই একবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের ভিসার প্রচলন থাকা অত্যন্ত অমানবিক, ইসলাম বিরোধী এবং তা আমাদের সেই ক্রীতদাস প্রথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যক্তি ভিসা হচ্ছে এ রকম– কোনো সৌদি নাগরিক সরকারের কাছে এই মর্মে ভিসার আবেদন করে যে তার ব্যক্তিগত কাজের জন্য যেমন– গৃহ পরিচারক, হাউজ ড্রাইভার, মালি, বাবুর্চি, কৃষিকাজ, দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, উট বা দুম্বার রাখাল ইত্যাদি কাজের জন্য তার নির্দিষ্ট সংখ্যক বিদেশী নিয়োগের প্রয়োজন। তখন সরকার তাকে কফিল (প্রকারান্তরে দাসদের মালিক) করে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিসা প্রদান করে এবং সে অনুযায়ী বিদেশীরা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। এই প্রবাস জীবনে এই লোকটিই হচ্ছে তাদের ভাগ্য বিধাতা। প্রতিটি ব্যাপারে কফিলের সম্মতি প্রয়োজন। তাদের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। সাধারণত থাকার ব্যবস্থা কফিল করে থাকে। মরুভূমির প্রচন্ড গরমে এবং শীতে অধিকাংশের জন্য নেই এসি বা হিটিং ব্যবস্থা, ছোট ছোট রুমে গাদাগাদি করে ৬ থেকে ৮ জনের থাকার ব্যবস্থা। অনেকেরই সাপ্তাহিক ১ দিনও ছুটি নেই। যে ক'ঘন্টা বিশ্রাম এরই মাঝে রান্না-খাওয়া, গোছল, কাপড় ধোয়া, ঘুম সবকিছু। খাবারের ব্যবস্থা নিজের। এখানে উল্লেখ্য যে, বেতন কর্মভেদে ৩০০ থেকে ৬০০ রিয়াল। অর্থাৎ টাকার এত অবমূল্যায়ন সত্ত্বেও মাত্র ৬ থেকে ৯ হাজার টাকা। এখানে দু'একটি জিনিস যেমন গাড়ি, ইলেকট্রনিক এগুলো ট্যাক্স ফ্রি হওয়ায় দাম কম। আর সমস্ত কিছুর দাম আমাদের দেশ থেকে অনেক বেশি। বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য ব্যয়বহুল। এদেশের অধিকাংশ কফিল ৩ মাস/৬ মাস পরপর বেতন দেয়। তাই এদের বাকিতে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করতে হয় দোকান থেকে, যার মূল্য ১৫% থেকে ২০% বেশি দিতে হয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে, দেশে ফিরতে হলে যেকোনো কাজে কফিলের ওরাকা (অনুমতি পত্র) প্রয়োজন। এমনকি দেশে ফিরে যাওয়াও কফিলের ওপর নির্ভরশীল। পাসপোর্ট থাকে কফিলের কাছে। এর মধ্যে সবচেয়ে লোমহর্ষক অবস্থা যারা উট বা দুম্বার রাখাল তাদের। প্রচন্ড গরমের মধ্যে মরুভূমিতে এদের উট/দুম্বা চড়াতে হয়, এমনকি বিশ্রামের জন্য নেই কোনো ছায়া। রাত্রিযাপন করে তাঁবুতে। নেই গোছল বা খাবার পানির ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, এদেশের সাপ্লাই পানি লবণাক্ত, খাবার উপযোগী নয়। অথচ এই পানিই এদের জন্য দেয়া হয়। যেহেতু মরুভূমির ভেতরে এদের খাবার কফিলই সাপ্লাই দেয়। অতি নিম্নমানের খাবার। এরা পালাতেও পারে না। কারণ মরুভূমির মাঝে পথ চেনা অসম্ভব। নেই চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই হচ্ছে সার্বিকভাবে ব্যক্তি ভিসার অবস্থা। আর ফ্রি ভিসা হচ্ছে যখন কফিলের আমেলকে কোম্পানি নির্দিষ্ট কোনো কাজে নিয়োগ না দিয়ে এদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়, কিন্তু কফিলকে মাসিক বা বাৎসরিকভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়। তবে উল্লেখ্য, এ ধরনের কাজ আইন বিরোধী। ধরা পড়লে জেল-জরিমানা উভয়ই হতে পারে। সবকিছু কফিলের নামে করতে হবে। তাই অনেক বিদেশীই কফিলের নামে ব্যবসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। কফিল যেকোনো সময় ব্যবসা থেকে বিদেশীকে বিতাড়িত করতে পারে। কারণ সবকিছু তার নামে। বিদেশীদের এ ব্যবসা অবৈধ। তাই আইনের সহায়তা তারা পাবে না। কফিল চাইলে তার কর্মচারীকে প্রকারান্তরে দাসের ন্যায় বিক্রি করে দিতে পারবে। এটাকে বলা হয় কাফেলা কর।

সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, এতটা কষ্টসাধ্য উপায়ে অর্জিত অর্থ বাংলাদেশীদের হেলাফেলা করে নষ্ট করা, এমনিতেই মাস শেষে বছর শেষে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ থাকে সামান্যই। এ টাকায় এরা বিলাসী জীবন যাপন করার চেষ্টা করে। টিভি, ভিসিআর, ভিডিও সিডি, অডিও সিডি ইত্যাদি বিলাসী উপকরণ এরা এখানে ব্যবহার করে এবং উচ্চহারে ট্যাক্স দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। এক সময় দেশে ফিরে সামান্য সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে যায়। প্রয়োজন পড়ে উপার্জনের। কিন্তু ততদিনে খরচের হাত গিয়েছে বেড়ে। অল্প উপার্জনে মন ভরে না। আবার বিদেশ থেকে ফিরে ছোট কাজ করলে আত্মীয়-স্বজনের কাছে সম্মানহানি হবে। তাই এরা বড় বোঝা হয়ে দাঁড়ায় দেশের জন্য।

পরিশেষে একটি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমাদের দেশের একজন প্রকৌশলী একটি ইলেকট্রিক কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। রাস্তায় কর্মরত অবস্থায় একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হয়ে আমার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ৪/৫ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে অবশেষে তিনি মারা যান। আমি তার এ দুঃসময়ের সাক্ষী। তার কোম্পানি তার লাশ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে অস্বীকৃতি জানায়। হয়তো জোর লড়াই করে এক সময় ব্যবস্থা করা যেতো কিন্তু এদেশে তার পক্ষে লড়ার লোক কোথায়? এখানে প্রতিটি মানুষ স্ব স্ব কাজে অসম্ভব ব্যস্ত, কারও জন্য ১ ঘন্টা ব্যয় করা খুবই কঠিন। অবশেষে হাসপাতালের পাশেই গোরস্থানে তার দাফন হয়েছে। মৃত্যুকালে, দাফনকালে কাছের মানুষদের দু'ফোঁটা চোখের জলও তার ভাগ্যে জোটেনি। এই যদি একজন ইঞ্জিনিয়ারের পরিণতি হয়, বাকিদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী সাগরে অথচ প্রবাসী মৃত্যুর পরও তার আপন ঠিকানায় ফিরে যাবার সুযোগ পায় না।

ডাঃ মোহাম্মদ সাহেদুল হক সিদ্দিকী
আল গোয়াইয়া হাসপাতাল, সৌদি আরব

টো • কি • ও

ঈদ পুনর্মিলনী

টোকিওতে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রবাস কল্যাণ সমিতির ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

গত ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির (জাপান) উদ্যোগে টোকিওর কিতা-কু হিগাসি জুজো কুমিন সেন্টারে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাপানস্থ রাষ্ট্রদূত মোঃ জামিল মজিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ ড. শেখ আলীম এবং বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, সাহিত্যিক সিরাজুল করীম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জাকির হোসেন জোয়ারদার। প্রথম পর্বে অতিথি বরণ, কোরআন তেলাওয়াত, পরিচয় পর্ব, আলোচনা সভা ও শুভেচ্ছা বক্তব্য। দ্বিতীয় পর্বে ছিল প্রীতিভোজ এবং সব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন নাজমুল ইসলাম। প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে মাননীয় রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির (জাপান) সাধারণ সম্পাদক আলী জাবেদ মোঃ জালাল। জনাব জালাল জাপান থেকে সহজতর পদ্ধতিতে বৈধভাবে টাকা প্রেরণ, পাসপোর্ট সমস্যা, বিভিন্ন হয়রানিসহ অন্যান্য সমস্যার কথা তুলে ধরে উপস্থিত সবার প্রশংসা অর্জন করেন। প্রধান অতিথির শুভেচ্ছা বক্তব্যে জামিল মজিদ প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে শেষ পর্বে নিয়াজ আহমেদ জুয়েল ও জালালের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

Rahman Moni, Sanko Bldg 201, Tabatashin Machi, 2-3-5, Kita-Ku, Tokyo 114-0012

ফুলের তোড়া দিয়ে অতিথি বরণ

কবিতা আবৃত্তি করছে ইমা

কু • য়ে • ত

বিজয় দিবস

গত ৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কুয়েত প্রবাসী সিলেট বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় আল-ফাজর বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন এবং নবগঠিত প্রবাসী সিলেট বিভাগ-এর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন ফয়সাল আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল আমিন চৌধুরী স্বপন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামাল আহমেদ কামাল, গোলাম মওলা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ গিয়াস উদ্দিন। উপস্থাপনায় ছিলেন ফারুক আহমদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়ালীউর রহমান, শামীম, আবদুল মালেক মানিক, ছয়ফুল ইসলাম, আজিজ উদ্দিন পিন্টু, কামাল উদ্দিন কামাল, আনোয়ার হোসেন, প্রকৌশলী শাজাহান আলী, ডিএম ওয়ারিছ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আল-আমিন চৌধুরী স্বপন নবগঠিত কুয়েতস্থ প্রবাসী সিলেট বিভাগের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। সভাপতি— ফয়সাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক— ডিএম ওয়ারিছ, সাংগঠনিক সম্পাদক— ফারুক আহমদ, প্রচার সম্পাদক— ইকবাল আহমদ, দপ্তর সম্পাদক— শিহাব আহমদ, অর্থ সম্পাদক— হেলাল আহমদ চৌধুরী, শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক— মারুফ আহমদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক— রোনেলা আমগদ চৌধুরী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক— মোজাফফর হোসেন চৌধুরী শিপন, ক্রীড়া সম্পাদক— সিরাজ উদ্দিন, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক— জাফর সাদিক চৌধুরী, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক— মাওলানা হাফেজ জামাল চৌধুরী, আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক— শিফাউর রহমানসহ ৭১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। পরিশেষে ছিল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। মিস সাজিন আহমদের ইংরেজি-বাংলা উপস্থাপনায় কুয়েতের প্রখ্যাত ব্যান্ড দল ঝুমুর শিল্পীগোষ্ঠী গান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী মৌ গান গেয়ে উপস্থিত সবার মন কেড়ে নেয়।

Forid Shahidul, P.O Box No-5268, 22063 Salmiya, Kuwait

ট • র • মে • ন্টো

বৈধ হবার সুযোগ

ইটালিতে বৈধ হবার সুযোগ নিঃসন্দেহে অনেক প্রবাসীদের জন্য সুসংবাদ

তৃতীয় বিশ্বের ইমিগ্রান্ট পিপাসুদের জন্য ইটালি বর্তমানে ইউরোপের সম্ভাবনাময় একটি দেশ। শিল্পে সমৃদ্ধ এই দেশটি ১৯৮৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত একাধিকবার লাখ লাখ বিদেশীকে এদেশে বৈধভাবে থাকার অনুমতি প্রদান করেছে। উল্লেখিত সুবর্ণ সুযোগের আওতায় ইটালিতে আজ প্রায় ৩৫ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী বৈধভাবে বসবাস করছেন বলে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে। গেল সপ্তাহে ইটালি সরকার আবারও বৈধ অনুরাগীদেরকে বৈধ করে নেবার ঘোষণা দিয়েছে। তবে এবারের ঘোষণায় সবাইকে ঢালাওভাবে স্টে অর্ডার না দিয়ে শুধু 'ডমেসটিক লাবোরাতোরি'দেরকে (বাসার কাজ) বৈধ করে নেবে বলে সূত্র জানায়। তবে কখন, কিভাবে এবং কি কি শর্তে এই সোনার হরিণ ধরা যাবে, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো গেজেট এখনো প্রকাশিত হয়নি।

Sk.Mohitur Rahman Bablu, Via molini-16, 39040 Termeno (BZ), Italy